নামায শিক্ষা ও ইমামগণের যিম্মাদারী

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	৩
বসার আদব তিন প্রকার	৩
ইস্তিঞ্জার আদব	৪
উযূতে ৪ ফরয	৫
উযূ করার (সুন্নাত) তরীকা	৬
গোসলে ৩ ফরয	৬
গোসলের তরীকা	৭
তায়াম্মুমে ৩ ফরয	৯
উযূ ও তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৭টি	১০
নামাযের বাইরে ও ভিতরে ১৩ ফরয	১১
নামাযের ওয়াজিব ১৪টি	১৩
পুরুষদের নামাযের ১০০ মাসায়িল	১৪
মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি	১৫
মাসায়িলে রুকু ১২টি	১৭
মাসায়িলে সিজদা ৩৫টি	১৮
মাসায়িল কু‘উদ (বৈঠক) ২০টি	১৯
পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল	২২
মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল	২৬
মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি	২৮
মাসায়িলে রুকু ১৩টি	৩০
মাসায়িলে সিজদা ৩৪টি	৩২
মাসায়িল কু‘উদ (বৈঠক) ১৯টি	৩৬
পুরো নামাযের ৮ মাসায়িল	৩৬

www.islamijindegi.com

পরিশিষ্ট	৪১
মুনাজাতে করণীয়	৪২
নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি	৪৫
জরুরী জ্ঞাতব্য	৪৭
ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৮
জিজ্ঞাসা	৫১
জবাব	৫২
প্রথম যিম্মাদারী	৫৪
দ্বিতীয় যিম্মাদারী	৫৮
তৃতীয় যিম্মাদারী	৫৯
মাদরাসা পরিচালকদের যিম্মাদারী	৬২
নামায ও রোযার চিরস্থায়ী সময়সূচী	৬৩

www.islamijindegi.com

باسمه تعالى

নামায শিক্ষা
প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা:
নূরানী প্রশিক্ষণ কোর্সভুক্ত ইস্তিঞ্জা, উযূ, গোসল, তায়াম্মুম ও নামাযের জরুরী মাসায়িল শুরুতে সংযোজন করা হল:

বসার আদব তিন প্রকার
১। দুই হাঁটু ফেলিয়ে নামাযের সময়।
২। এক হাঁটু উঠিয়ে লেখার সময়।
৩। দুই হাঁটু উঠিয়ে কাওয়ার সময়।
(এই তিন প্রকার বসা সুন্নাত)

ইস্তিঞ্জার আদব
৫ দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ
১। কিবলার দিকে মুখ করে।
২। কিবলার দিকে পিঠ করে।
৩। চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করে।
৪। প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে।
৫। একেবারে উলঙ্গ হয়ে।

১০ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

www.islamijindegi.com

১। মানুষ চলাচলের রাস্তায়।
২। ছায়াদার বা ফলদার গাছের নীচে।
৩। উযূ-গোসলের স্থানে।
৪। গর্তের ভিতরে, গোরস্তানে।
৫। দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে
৬। বিনা উযরে পানিতে।
৭। ঘরে বা বিছানায়।
৮। মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে।
৯। নীচু জায়গায় বসে উঁচু জায়গায়।
১০। জনসম্মুখে।

৬ জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ

১। আল্লাহ তা‘আলার নাম।
২। নবীগণের নাম।
৩। ফেরেশতাগণের নাম।
৪। কুরআনের আয়াত।
৫। হাদীসের টুকরা।
৬। দু‘আ কালাম। (লিখিত বা অংকিত)

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ

১। কথা বলা।
২। যিকির করা।

৩। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৪। সালাম দেওয়া।
৫। সালামের উত্তর দেওয়া।
৬। খাওয়া ও পান করা।
৭। মিসওয়াক করা।
৮। লেখা পড়া।

১০ জিনিস দ্বারা কুলুখ লওয়া নিষেধ

১। হাড্ডি।
২। কয়লা।
৩। কাগজ।
৪। কাঁচ।
৫। গাছের কাঁচা পাতা।
৬। খাদ্যদ্রব্য।
৭। শুকনো গোবর।
৮। জমজমের পানি।
৯। ডান হাত দ্বারা।
১০। ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

ইস্তিঞ্জায় ৮ কাজ করা সুন্নাত

১। বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।
২। জুতা-স্যান্ডেল পায়ে রাখা।

৩। মাথা ঢেকে রাখা।
৪। দিলে দিলে ইস্তিগফার পড়া।
৫। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা।
৬। পানি ব্যবহার করা।
৭। ডান পা দিয়ে বের হওয়া।
৮। প্রবেশের আগে ও পরে দু‘আ পড়া।

উযূতে ৪ ফরয

১। সম্পূর্ণ মুখ ধোয়া।
২। উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া।
৩। মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা।
৪। উভয় পা টাখনুসহ ধোয়া।

উযূ করার (সুন্নাত) তরীকা

১। উযূর নিয়ত করা।
২। বিসমিল্লাহ পড়া।
৩। উভয় হাত কব্জিসহ তিনবার ধোয়া।
৪। মিসওয়াক করা।
৫। তিনবার কুলি করা।
৬। তিনবার নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া।
৭। সম্পূর্ণ মুখ তিনবার ধোয়া।
৮। ডান হাত কনুইসহ তিনবার ধোয়া।

৯। বাম হাত কনুইসহ তিনবার ধোয়া।

১০।উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা।

১১। সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ্ করা।

১২। উভয় কান একবার মাসাহ করা।

১৩। ঘাড় মাসাহ্ করা।

১৪। ডান পা টাখনুসহ তিনবার ধোয়া।

১৫। বাম পা টাখনুসহ তিনবার ধোয়া।

১৬। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো তারতীবমত খিলাল করা।

১৭। উযূর শেষে উপরের দিকে তাকিয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া।

গোসলে ৩ ফরয

১। ভালভাবে কুলি করা।

২। নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছান।

৩। সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা।

গোসলের তরীকা

১। ফরয গোসলের পূর্বে ইস্তিঞ্জা করা।

২। শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

৩। উভয় হাত কব্জিসহ ধোয়া।

৪। শরীর বা কাপড়ে নাপাক লেগে থাকলে প্রথমে তা তিনবার ধুয়ে পবিত্র করা। নাপাকী না থাকলেও গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা। এরপর উভয় হাত ভালভাবে ধুয়ে নেয়া।

৫। গোসলের পূর্বে উযূ করা।

৬। মাথায় পানি ঢালা, তারপর ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধে পানি ঢালা। অতঃপর সমস্ত শরীর তিনবার এমনভাবে পানি দ্বারা ধৌত করা যেন একটি পশমের গোড়াও শুষ্ক না থাকে। তবে নদী-পুকুর ইত্যাদিতে গোসল করলে কিছুক্ষণ ডুব দিয়ে থাকলেই তিনবার পানি ঢালার সুন্নাত আদায় হবে।

৭। সমস্ত শরীর ঘষে-মেজে ধৌত করা।

৮। মহিলাদের জন্য কানে-নাকে অলংকারাদী থাকলে, তার ছিদ্র ও আংটি, চুড়ি বা বয়লা ইত্যাদি নাড়া চাড়া দিয়ে পানি পৌঁছিয়ে দেয়া।

৯। শরীরের যে সমস্ত অঙ্গে সাধারণত পানি পৌঁছতে চায় না, যেমন : কান, আঙ্গুলের ফাঁক, কনুই, বগলের নীচ, চোখের কিনারা, চুলের গোড়া ইত্যাদি অঙ্গে খেয়াল করে পানি পৌঁছানো। (নখে নখপালিশ থাকলে, তা সম্পূর্ণ উঠানো ব্যতীত উযূ গোসল হবে না।)

১০। গোসলের ভিজা কাপড় তিনবার ধুয়ে তিনবার নিংড়ানো।

তায়াম্মুমে ৩ ফরয

১। নিয়ত করা।

২। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার মাসাহ্ করা।

৩। উভয় হাত কনুইসহ একবার মাসাহ্ করা।

উযূ ও তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৭টি

১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।

২। মুখ ভরে বমি হওয়া।

৩। শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫। চিত হয়ে, কাত হয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া।

৬। পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।

৭। নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহের বর্ণনা

নামাযের বাইরে ও ভিতরে ১৩ ফরয

নামাযের বাইরে ৭ ফরয

১। শরীর পাক।

২। কাপড় পাক।

৩। নামাযের জায়গা পাক।

৪। সতর ঢাকা।
৫। কিবলামুখী হওয়া।
৬। ওয়াক্ত মত নামায পড়া।
৭। নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা।
২। দাঁড়িয়ে নামায পড়া।
৩। ক্বিরা'আত পড়া।
৪। রুকু করা।
৫। দুই সিজদা করা।
৬। আখিরী বৈঠক করা।

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি

১। সূরা ফাতিহা পুরা পড়া।
২। সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩। রুকু-সিজদায় দেরী করা।
৪। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৫। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৬। প্রথমে বৈঠক করা।
৭। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।
৮। ইমামের জন্য ক্বিরা'আত আস্তে এবং জোরে পড়া।

৯। বিতরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়া।
১০। দুই ঈদের নামাযে ছয়টি করে তাকবীর বলা।
১১। ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা‘আতকে রাআতের জন্য নির্ধারিত করা।
১২।প্রত্যেক রাকা‘আতের ফরযগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।
১৩।প্রত্যেক রাকা‘আতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।
১৪। ‘সালাম’ বলে নামায শেষ করা।

পুরুষদের নামাযের ১০০ মাসায়িল

মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি

দাঁড়ানোতে ৭ কাজ

১.পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।
২.উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল (ঊর্ধ্বে এক বিঘত) পরিমাণ ফাঁক রাখা।
৩.উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় ও গোঁড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।
৪.তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা পর্যন্ত হাত ছেড়ে রাখা। (হাত বেঁধে না রাখা)।

৫.সম্পূর্ণ সোজা হওয়া।(এক পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে না দাঁড়ানো)।
৬.ঘাড় সোজা রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না করা।
৭.সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা। বি.দ্র. ফরয নামাযের কিয়াম।(দাঁড়িয়ে নামায পড়া) ফরয]

হাত উঠানোতে ৮ কাজ

১.তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত চাদরের ভিতরে থাকলে, বাইরে বের করা।
২.হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো।
৩.হাত কান পর্যন্ত উঠানো (উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের লতি স্পর্শ করা)।
৪.হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁক রাখা।
৫.হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা, আঙ্গুলের মাথা বাঁকা না করা। বরং আকাশমুখী করে রাখা।
৬.তাকবীরে তাহরীমা বলার প্রাক্কালে উক্ত নামাযের খেয়াল (নিয়ত) মনে হাজির করা। [ফরয]
৭।তারপর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। তাকবীরে তাহরীমা এক আলিফ থেকে বেশি না টানা।
৮.তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সরাসরি হাত বাঁধা।(হাত বাঁধার আগে হাত ঝুলিয়ে না দেয়া)।

হাত বাঁধার ৪ কাজ

১.ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

২.ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা।

৩.বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

৪.নাভির নীচে হাত বাঁধা। উল্লেখ্য-তাকবীর বলা শেষ ও হাত বাঁধা একই সময় হবে।

হাত বাঁধার পর ৮ কাজ

১.ছানা পড়া

২.আ‘উযুবিল্লাহ পড়া।

৩.বিসমিল্লাহ পড়া। (উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাকা‘আতে ছানা ও আ‘উযুবিল্লাহ পড়তে হয় না)

৪.সূরা ফাতিহা পড়া [ওয়াজিব]।

৫.সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা।

৬.সূরা মিলানো (ফজরের প্রথম দু’রাকা‘আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সব ক’টি রাকা‘আতে) [ওয়াজিব]।

৭.সূরা মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া।

৮.মাসনূন ক্বিরা‘আত পড়া।

[বি.দ্র. ফরযের প্রথম দু’রাকা‘আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সবক’টি রাকা‘আতে কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ ক্বিরা‘আত (কুরআন শরীফ) পড়া [ফরয]।

মাসায়িলে রুকু ১২টি

রুকু‘তে ৯টি কাজ

১.রুকু‘তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা।
২.উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা।
৩.হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক রাখা।
৪.উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা।
৫.মাথা, পিঠ ও কোমর এক সমান রাখা।
৬.পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সোজা রাখা (হাঁটু বাঁকা না করা)।
৭.পায়ের দিকে নজর রাখা।
৮.রুকু‘তে কমপক্ষে তিনবার রুকু‘র তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়া।
৯.রুকু‘ করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

রুকু থেকে উঠায় ৩ কাজ

১.রুকু‘ থেকে উঠার সময় ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলা।
২.সোজা হয়ে (হাত ছেড়ে) দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানোর পর এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা। [ওয়াজিব]
৩.দাঁড়িয়ে ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্’ বলা।
[বি.দ্র. একা নামাযী উভয়টা পড়বে, আর ইমাম শুধু ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদা’ বলবে এবং মুক্তাদী শুধু ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলবে]।

মাসায়িলে সিজদা ৩৫টি

সিজদা অবস্থায় ২০ কাজ

১.সিজদায় যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।
উল্লেখ্য, কোন তাকবীরকে এক আলিফ থেকে লম্বা না করা।
২.হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত সিনা ও মাথা সোজা রাখা, বিলকুল না ঝুঁকানো।
৩.(প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।
৪.(তারপর) হাঁটু থেকে এতটুকু দূরে হাত রাখা।যেন সিজদারত অবস্থায় উভয় রান সোজা থাকে।উল্লেখ্য, হাঁটু থেকে এক হাত পরিমাণ দূরে হাত রাখলে উরু সোজা থাকে।

৫.(তারপর) উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল এর মাথা বরাবর নাক রাখা।
৬.(তারপর) কপাল রাখা।
৭.হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৮.আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা।
৯.দু‘হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা। হাত চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে না।
১০.নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখা।
১১.পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।
১২.কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা।
১৩.উভয় উরু সোজাভাবে খাড়া রাখা।
১৪.উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা।
১৫.পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
১৬.পায়ের আঙ্গুল জমিন থেকে না উঠানো। [ওয়াজিব]।
১৭.দু’পায়ের মধ্যখানে দাঁড়ানো অবস্থার ন্যায় চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।
১৮.কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা) পড়া।

১৯.সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।
২০.যেন সিজদারত অবস্থায় উভয় রান সোজা থাকে।

সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ

১.সিজদা থেকে উঠা অবস্থায় তাকবীর বলা।
২.(প্রথমে) কপাল উঠানো।
৩.(তারপর) নাক উঠানো।
৪.(তারপর) উভয় হাত উঠানো।
৫.দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। [ওয়াজিব]।
৬.বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।
৭.ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা।
৮.উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
৯.উভয় হাত উরুর উপর (হাতের আঙ্গুলের মাথা) হাঁটু বরাবর রাখা ও হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।
১০.নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা।
১১.বসা অবস্থায় দু‘আ(আল্লাহুম্মাগফিরলী) পড়া।

১২.তাকবীর বলা অবস্থায় পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করা।
১৩.দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাক'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো। (দু'হাত দ্বারা জমিনের উপর ঠেক না লাগানো)
১৪.হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো।
১৫.সিজদা হতে সিনা ও মাথা সোজা রেখে সরাসরি দাঁড়ানো।
উল্লেখ্য,সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় রুকু করার মত অবস্থা সৃষ্টি করবে না।

মাসায়িল কু'উদ (বৈঠক) ২০টি

বসায় ১২ কাজ

১.বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।
২.ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা।
৩.উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
৪.উভয় হাত রানের উপর (আঙ্গুলসমূহের মাথা) হাঁটু বরাবর রাখা।
৫.হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

৬.বসা অবস্থায় মাথা ও পিঠসোজা রেখে নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা।
৭.‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়া। [ওয়াজিব]
৮.‘আশহাদু’ বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সঙ্গে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রেখে হালকা (গোল বৃত্ত আকারে) বাঁধা।
৯.‘লা ইলাহা’ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় নামানো। তবে শাহাদত আঙ্গুলের মাথা হাঁটুর সাথে মিলাবে না।
১০.বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত ঐরূপ হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা এবং শেষ বৈঠকে উভয় সালামের পরে খোলা।
১১.আখেরী বৈঠক (আত্তাহিয়্যাতুর পর) দরূদ শরীফ পড়া।
১২.অতঃপর দু‘আয়ে মাসুরা পড়া।
[বি.দ্র. ১ম বৈঠক ওয়াজিব ও শেষ বৈঠক ফরয।]

সালাম ফিরানোর ৮ কাজ

১.একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা এবং

জামা‘আতের সময় উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের সালাম করার নিয়ত করা।

২.উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং উভয় সালামে ‘আসসালামু’ বলা পর্যন্ত চেহারা কিবলার দিকে রাখা।

৩.প্রথমে ডান দিকে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।

৪.সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো (সিনা না ফিরানো)।

৫.আলাইকুম বলার সময় নজর কাঁধের দিকে ফিরানো।

৬.দ্বিতীয় সালাম, প্রথম সালামের তুলনায় আস্তে বলা।

৭.মুক্তাদীগণের ইমামের ‘আসসালামু’ বলার পর সালাম ফিরানো।

৮.মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

[বি.দ্র.মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর উঠা মুস্তাহাব।]

পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল

১.নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা, আর সহজ পদ্ধতি হল সব কিছু খেয়াল করে পড়া। মুখস্থের জোরে না পড়া। (মন অন্য কোন দিকে চলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই ফিরিয়ে আনা)
২.মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ করা। (কিন্তু তাকবীর এক আলিফ থেকে লম্বা করা যাবে না।) এর জন্য কোন মুহাক্কিক আলিম থেকে নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী।
৩.এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে বিলম্ব না করা।
৪.পঠিত সূরা/ দু'আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।
৫.হাই আসলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করা।
৬.হাঁচি আসলে তা যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা।
এ পর্যন্ত 'পুরুষদের নামাযের ১০০ মাসায়িল' পূর্ণ হল।

মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল

মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি

দাঁড়ানোতে ৭ কাজ

১.পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।
২.উভয় পায়ের মাঝখানে অনূর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।

৩.উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় ও গোঁড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।
৪.তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হাত ছেড়ে দাঁড়ানো। (হাত বেঁধে না রাখা)।
৫.সম্পূর্ণ সোজা হওয়া (এক পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে না দাঁড়ানো)।
৬.ঘাড় সোজা রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না করা।
৭.সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা। [বি.দ্র. ফরয নামাযের কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই ফরয।]

হাত উঠানোতে ৮ কাজ

১.হাত কাপড়ের ভিতর রেখে উঠানো। (বাইরে বের না করা) হাত উঠানোর সময় জমিনের দিকে মাথা না ঝুঁকানো।
২.হাত উঠানোর সময় (যথাসম্ভব) হাত শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখা।
৩.তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।
৪.হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৫.হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা।

৬.তাকবীরে তাহরীমা বলার প্রাক্কালে উক্ত নামাযের খেয়াল (নিয়ত) মনে হাজির করা। [ফরয]
৭.হাত উঠানোর পর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। (তাকবীর-এর মাদ এক আলিফ থেকে বেশী না টানা।)
৮.তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সরাসরি বুকের উপর হাত রাখা। (হাত বাঁধার আগে হাত ঝুলিয়ে না দেয়া)।

হাত বাঁধায় ৪ কাজ

১.ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।
২.সিনার উপর হাত রাখা।
৩.হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৪.উভয় বাজু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখা।

হাত বাঁধার পর ৮ কাজ

১.ছানা পড়া
২.আ‘উযুবিল্লাহ পড়া।
৩.বিসমিল্লাহ পড়া।
৪.সূরা ফাতিহা পড়া [ওয়াজিব]।
৫.সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা।
৬.সূরা মিলানো (ফজরের প্রথম দু’রাকা‘আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সব ক’টি রাকা‘আতে) [ওয়াজিব]।

৭.সূরা এর শুরু থেকে মিলালে প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া।
৮. মাসনূন ক্বিরা‘আত পড়া।
[বি.দ্র.পরবর্তী রাকা‘আতগুলোতে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত উঠানো,ছানা,আউ‘যুবিল্লাহ নেই।]

মাসায়িলে রুকু ১৩টি

রুকু‘ অবস্থায় ১০ কাজ

১.রুকু‘তে যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।
২.উভয় পায়ের গোড়ালীদ্বয় মিলিয়ে রাখা।
৩.রুকুতে পূর্ণ বাঁকা না হয়ে মধ্যম ধরনের ঝুঁকা।
৪.চাদরের ভিতর দিয়ে হাতের আঙ্গুল হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।
৫.হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৬.হাঁটুদ্বয় একটু বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা।
৭.সম্পূর্ণ হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখা।
৮.পায়ের দিকে নজর রাখা।
৯.রুকু‘তে কমপক্ষে তিনবার রুকু‘র তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম) পড়া।
১০.রুকু‘ করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

রুকু থেকে উঠায় ৩ কাজ

১.রুকু‘ থেকে উঠার সময় ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলা।
২.সোজা হয়ে (হাত ছেড়ে) স্থিরভাবে দাঁড়ানো। [ওয়াজিব]
৩.দাঁড়িয়ে ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্’ বলা।

মাসায়িলে সিজদা ৩৪টি
সিজদা অবস্থায় ১৯ কাজ

১ সিজদায় যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।
২.হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত সিনা ও মাথা সোজা রাখা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া।
৩.(প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।
৪.(তারপর) নিতম্ব রাখা।
৫.উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা।
৬.পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা।
৭.তারপর আঙ্গুল মিলিয়ে হাঁটুর কাছে মাথা রাখা।
৮.আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা।
৯.দু‘হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা।

১০.(তারপর) বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা বরাবর হাঁটুর সামনে রাখা।
১১.নাকের অগ্রভাগের দিকে অর্থাৎ জমিনের দিকে নজর রাখা।
১২.(তারপর) কপাল রাখা।
১১.পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।
১২.কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা।
১৩.পেট উরুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।
১৪.কনুই মাটিতে লাগিয়ে রাখা।
১৫.বাহু শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।
১৬.অত্যন্ত জড়সড় হয়ে সিজদা করা।
১৭ আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে মিলিয়ে রাখা।
১৮.কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া।
১৯.সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ

১.সিজদা থেকে উঠা অবস্থায় তাকবীর বলা।
২.(প্রথমে) কপাল উঠানো।
৩.(তারপর) নাক উঠানো।

৪.(তারপর) উভয় হাত উঠানো।
৫.দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। [ওয়াজিব]।
৬.উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা।
৭.উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
৮.নিতম্বের উপর বসা।
৯.উভয় হাত উরুর উপর হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
১০.নজর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।
১১.বসা অবস্থায় দু‘আ (আল্লাহুম্মাগফিরলী) বলা।
১২.তাকবীর বলা অবস্থায় দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়া।
১৩.পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাক‘আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো।
১৪.হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো।
১৫.সিজদা হতে সরাসরি দাঁড়ানো। (মাঝখানে না বসা) এবং উঠার মাঝে রুকুর অবস্থা সৃষ্টি না করা।

মাসায়িল কু‘উদ (বৈঠক) ১৯টি

বসায় ১২ কাজ

১.উভয় পা ডান দিকে বের করে বিছিয়ে বসা।
২.উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
৩.উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা এবং উরুর উপর আঙ্গুলসমূহের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
৪.মাথা ও পিঠ সোজা রাখা।
৫.নজর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।
৬.'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া। [ওয়াজিব]
৭.'আশহাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসঙ্গে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রেখে হালকা বাঁধা।
৮.'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় নামানো।
৯.বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত ঐরূপ হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা।
১০.আখেরী বৈঠক (আত্তাহিয়্যাতুর পর) দরূদ শরীফ পড়া।
১২.(অতঃপর) দু'আয়ে মাসূরা পড়া।
[বি.দ্র. ১ম বৈঠক ওয়াজিব ও শেষ বৈঠক ফরজ।]

সালাম ফিরানোর ৭ কাজ

১.একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা এবং জামা‘আতের সময় উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের সালাম করার নিয়ত করা।

২.উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা।

৩.উভয় সালামে ‘আসসালামু’ বলা পর্যন্ত চেহারা কেবলার দিকে রাখা।

৪.প্রথমে ডান দিকে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।

৫.সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো (সিনা না ফিরানো)।

৬.আলাইকুম বলার সময় নজর কাঁধের দিকে ফিরানো।

৭.দ্বিতীয় সালাম, প্রথম সালামের তুলনায় আস্তে বলা।

পুরো নামাযের ৮ মাসায়িল

১.নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা, আর সহজ পদ্ধতি হল সব কিছু খেয়াল করে পড়া। মুখস্থের জোরে না পড়া। (মন অন্য কোন দিকে চলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই ফিরিয়ে আনা)

২.মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ করা। (কিন্তু তাকবীর এক আলিফ থেকে টানা যাবে না।)

৩.এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে বিনা ওযরে বিলম্ব না করা।

৪.পঠিত সূরা বা দু'আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।

৫.ক্বিরা'আত,তাকবীর,দু'আ ইত্যাদি চুপি চুপি পড়া।

৬.সর্বাবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা।

৭.হাই আসলে, যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করা।

৮.হাঁচি আসলে সাধ্যমত দমিয়ে রাখা।

এ পর্যন্ত 'মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল' পূর্ণ হল।

পরিশিষ্ট

পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য অতিরিক্ত মাসায়িল। নামাযের পর মাসনূন দু'আ সমূহ, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পড়া ও মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

মুনাজাতে করণীয়

১.উভয় হাত সিনা বরাবর রাখা।

২.হাতের তালু চেহারার সম্মুখে আসমানের দিকে করে রাখা।

৩.হাতের আঙ্গুলগুলো মোটামুটি সোজা রেখে স্বাভাবিক ফাঁক করে রাখা।
৪.দু‘হাতের মধ্যখানে সামান্য পরিমাণ ফাঁক রাখা।
৫.শুরুতে আল্লাহ পাকের হামদ্‌ ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়া।
৬.একাগ্রচিত্তে কাকুতি-মিনতির সাথে দু‘আ করা।
৭.একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে চাওয়া যে, হায় আল্লাহ! আমাকে অমুক জিনিস দান করুন। (এভাবে না চাওয়া যে, ইচ্ছে হলে দেন এবং মৃত্যু, গযব ইত্যাদি না কামনা করা।)
৮.চুপে চুপে দু‘আ করা। [মুস্তাহাব]
৯.দীন দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো বারবার প্রার্থনা করা।
১০.দু‘আ শেষে সুবহানা রাব্বিকা .... আয়াতগুলো পড়ে তার পর ‘আমীন’ বলে মুনাজাত শেষ করা।

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি

১.নামাযে অশুদ্ধ পড়া।
২.নামাযের ভিতরে কথা বলা।
৩.কোন লোককে সালাম দেয়া।
৪.সালামে উত্তর দেয়া।

৫.উহ্-আহ্ শব্দ করা।
৬.বিনা ওযরে কাশি দেয়া।
৭.আমলে কাছীর করা।
৮.বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯.তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।
১০.মুক্তাদি ছাড়া অপর ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করা।
১১.সুসংবাদের বা দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া। ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন’ বলা।
১২.নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩.কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া।
১৪.নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
১৫.নামাযে শব্দ করে হাসা।
১৬.নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।
১৭.হাঁচির উত্তর দেয়া। (জাওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা)
১৮.নামাযে খাওয়া বা পান করা।
১৯.ইমাম হতে এগিয়ে মুক্তাদির খাড়া হওয়া।

জরুরী জ্ঞাতব্য

মাসায়িলে উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর শেষে ফরয বা ওয়াজিব লেখা আছে, সেগুলো ফরয বা ওয়াজিব। অবশিষ্ট কাজগুলো সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব।

পুস্তিকায় লিখিত মাসআলাগুলোর বাস্তবরূপ কোন মুহাক্কিক 'আলিমের নিকট হতে মশক করে নেয়া জরুরী, নতুবা সহীহভাবে নামায পড়া সম্ভব নয়। নামাযের সূরা ও দু'আসমূহ কোন পারদর্শী ক্বারী সাহেবের নিকট হতে মশক করে নেয়া অপরিহার্য।

পুস্তিকাটির সংশোধন সম্পর্কিত তাহক্বীক্বী বিশ্লেষণ পাঠালে বা জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জিজ্ঞাসা

আমি একটা জামে মসজিদের ইমাম। ইমাম হিসেবে আমি মুসল্লীদের ইমামতি করে থাকি। তাছাড়া মুসল্লীদের চাহিদা মুতাবিক তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে দু'আ খতমে কুরআন ইত্যাদি করে থাকি। আমি জানতে চাচ্ছি যে, এতে কি ইমাম হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন হচ্ছে, না এর বাইরে আমার আরো কিছু করণীয় আছে?

www.islamijindegi.com

এটা এ জন্য জানতে চাচ্ছি, যাতে দুনিয়াতে আমার বেতন নেয়া হালাল হয় এবং আখিরাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত না হই। মেহেরবানী করে বিষয়টি খুলে বলবেন। আমার ন্যায় বহু ইমাম এ ব্যাপারে শঙ্কিত। যেন কিয়ামতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আল্লাহর দরবারে লজ্জিত না হতে হয়।

জবাব

অবতরণিকা

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করেছেন এবং উলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মাসাজিদকে তার উত্তরসূরী ঘোষণা করেছেন। উলামায়ে কিরাম ব্যক্তিগতভাবে বা দুনিয়ার দিক দিয়ে যে স্তরের লোক হোন না কেন, তারাই এ আয়াতের বাস্তব 'আমি দুনিয়ার মধ্যে কমজোর তবকার উপর ইহসান করতে চাই এবং তাদেরকে ইমাম ও সর্দার বানাতে চাই।' (সূরা কাসাস-৫)

বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মিহরাব ও মিম্বর আজ ইমামদের নিকট, তাদের তত্ত্বাবধানে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উত্তরসূরী হওয়ার কারণে ইমামগণের যিম্মাদারী অনেক। ইরশাদ হচ্ছে 'তোমরা আমানত পাওনাদারের নিকট পৌঁছে দাও।' (সূরা নিসা-৫৮)

এর তাফসীরে বলা হয়েছে, সাধারণ মুসলমানদের দীন ও ঈমান উলামাগণের নিকট আমানত যা তাদেরকে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে 'তাদেরকে এক যবরদস্ত নূর দান করা হয়েছে যা নিয়ে তারা সর্বত্র বলতে থাকবেন।' (সূরা আন'আম-১২২)

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। মসজিদের ইমামগণের উপর অর্পিত এ দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাসিক রাহমানী পয়গামে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপক ফায়দার উদ্দেশ্যে তা পুস্তিকা আকারে ছাপা হল। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

আপনি যেহেতু নায়েবে নবী, সুতরাং নবী-রাসূলগণের যে তিনটি কাজ ছিল-যথা তাবলীগ,তা'লীম ও তাযকিয়া (সূরা বাক্বারাহ-১২৯)

এ সিফাতগুলোও এর সাথে সাথে দীনী মাদরাসা পরিচালকের যিম্মাদারী সম্পর্কেও কিছু আলোচনা পেশ

করা হইল।এ কাজগুলো প্রথমে নিজের মধ্যে হাসিল করতে হবে এবং এর প্রত্যেকটি গুণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হাক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে শিখতে হবে এবং নিজের যিন্দেগীকে উক্ত তিন যিম্মাদারী ও দায়িত্ব আদায় করার জন্য ওয়াকফ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক ইমাম সাহেবের উপর তিনটি যিম্মাদারী পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

নিম্নে উপরোক্ত যিম্মাদারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

প্রথম যিম্মাদারী: মসজিদে মুসল্লীদের সঠিকভাবে ইমামতি করা ও নামায পড়ানো। এর জন্য আপনার নিজের প্রস্তুতি হিসেবে তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) সূরা-ক্বিরা‘আত পুরোপুরি সহীহ করতে হবে। কারণ, ক্বিরা‘আতের অনেক ভুলের দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

(খ) সহীহ মাসআলা-মাসায়িল আমলী মশক (বাস্তব প্রশিক্ষণ) এর মাধ্যমে শিখে নিতে হবে। কারণ, ড্রাইভার না শিখে ড্রাইভিং করলে যেমন ড্রাইভিং নিজেও মরে যাত্রীদেরকেও মারে, তেমনিভাবে কারো নিকট থেকে মাসায়িল ও প্রাকটিক্যাল নামায না শিখে

ইমামতি করলে বিভিন্ন ভুলের দরুন নিজেও মহা অপরাধী হয় এবং মুসল্লীদের নামায ও নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, মনে মনে ক্বিরা‘আত পড়া, জিহ্বা ঠোঁট বা মুখ না হেলিয়ে দিলে দিলে ক্বিরা‘আত পড়া। (হিদায়া,১:১১৭)

তাছাড়া নামাযের আমলী মশক না থকার দরুন অনেক ইমাম তাকবীরে তাহরীমার ‘আল্লাহ’ শব্দের মধ্যে এক আলিফ থেকে অনেক বেশি লম্বা করে থাকেন, যা মূলত নিষেধ (ফাতওয়া শামী, ১:৩৮৭)

কিন্তু এ ভুলের দরুন মুসল্লীদের নামাযে মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে। কারণ, অনেক মুসল্লী ইমামের সাথে সাথে তকবীরে তাহরীমা বলে থাকেন এবং তারা আল্লাহ শব্দটি দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করেন না। এ কারণে তাদের তাকবীর ইমামের তাকবীরের আগেই শেষ হয়ে যায়। যার ফলে তাদের ইমামের একতেদাই সহীহ হয় না এবং তাদের নামায বেকার হয়ে যায়। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩:৩০৫)

লক্ষ্য করুন, ইমামের একটু ভুলের দরুন কত বড় ক্ষতি হতে পারে! তেমনিভাবে অনেকে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা ঝুঁকিয়ে থাকেন এবং এটাকে আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করা মনে করে

থাকেন। অথচ এ অবস্থায় চেহারা কিবলার দিকে রাখতে হয়। কিবলার দিকে না রেখে জমিন মুখী রাখায় এটা নাজায়েয ও হারাম হয়। (ফাতওয়া আলমগীরী,১:৭৩/ আদ দুররুল মুখতার,১:৪৭৫)

আবার কেউ কেউ রুকু‘ থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় রুকুর মত করে সিজদায় গিয়ে থাকেন, যা মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, মাসআলা হল, হাঁটু জমিনে না লাগা পর্যন্ত বুক একদম সোজা রাখতে হবে এবং হাঁটু জমিনে লাগার পর সিনা ঝুঁকিয়ে সিজদায় যেতে হবে। (ফাতওয়া শামী,১:৪৯৭) নূরুল ইজাহ,৫১)

এখন বলুন, কোন ইমাম সাহেব যদি অসতর্কতা বা নামাযের মশক না থাকার দরুন এভাবে হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে মুসল্লীদের নামাযের কী অবস্থা হবে?

কোন কোন ইমাম অসতর্কতার দরুন নামাযের সালাম ফিরানোর সময় ‘আস-সালামু’ শব্দের মধ্যে এক আলিফ থেকে বেশি লম্বা করে থাকেন,অথচ এতে মুসল্লিদের নামাযের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ, মুকতাদীদের জন্য প্রথম সালামের ‘আস-সালামু’ পর্যন্ত ইমামের ইকতিদা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ এতটুকু সময়ের

মধ্যে মুক্তাদীগণ সালাম বলার ক্ষেত্রে ইমামের আগে যেতে পারবে না। ইচ্ছা পূর্বক ইমামের আগে গেলে মাকরূহ তাহরীমী হবে।(তাতরখানীয়া,১:৮৭/আলমগীরী,১:৬৮ -৬৯

এর পরে অবশিষ্ট সালামের মধ্যে ইমামের ইকতিদা করা সুন্নত। সুতরাং এখন যদি কোন ইমাম সাহেব আস-সালামু শব্দে এক আলিফের থেকে বেশি লম্বা করে তাহলে তো মুসল্লীগণ ইমাম সাহেবের আগেই 'আস-সালামু' বলে ফেলবে। এতে তাদের নামায মাকরূহ তাহরীমী হয়ে যাবে।

দেখুন, ইমাম সাহেবের সামান্য ভুলের দরুন অনেক সাধারণ মুক্তাদির নামায মাকরুহে তাহরীমী হতে পারে। তাছাড়া অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নামায শেষে ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীকে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে দু'রাকা'আতে থাকেন। ফলে মাসবূক মুকতাদীদের অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করতে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়।অথচ সালামের পর ইমামের ইকতিদা শেষ হয়ে যায়।এরপর আর ইকতিদা বাকী থাকে না। সুতরাং সকলে মিলে দু'আ করা জরুরী কোন আমল নয়।

ইমাম নিজে দু'আ করবেন, যাদের সময় সুযোগ আছে, তারা ইচ্ছা করলে ইমামের সাথে দু'আয় শরীক হতে

পারেন এবং ইমামের সাথে, আগে বা পরে মুনাজাত শেষও করতে পারেন। মুস্তাহাব আমল হিসেবে এটা করতে পারেন। জরুরী মনে করা নাজায়েয। দ্বিতীয়ত চুপে চুপে দু'আ করা মুস্তাহাব এবং সে দু'আ কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়। আর উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা বিভিন্ন শর্তের সাথে জায়েয আছে মুস্তাহাব নয়, শর্তগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, কোন মুসল্লীর নামায, তিলাওয়াত বা যিকিরে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩:৬০-৬৮)

অথচ এ মুনাজাত দ্বারা অন্যান্য মুসল্লীর নামাযে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়।তাদের সূরা ক্বিরা'আত পড়তে যে কি সমস্যা হয়, সেদিকে কেউ লক্ষ্য করে না; অথচ মসজিদের ইমাম সাহেব ও কমিটির যিম্মাদারী হচ্ছে- এ সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা।

এখানে বুঝার জন্য কতিপয় নমুনা পেশ করা হলো মাত্র, যাতে সকলেই আমলী মশকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

(গ) আহলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সুহবত ইখতিয়ার করে নিজের ভিতর তাকওয়া, পরহেজগার, আল্লাহর ভয়, ইখলাস ইত্যাদি আত্মার ভালগুণ হাসিল

করতে হবে। কারণ, এগুলোর অভাব থাকলে নিজের ইলমের উপর আমল করা কঠিন। আর নিজের মাঝে আমল ও ইখলাস না থাকলে, সেই ইমামের নামায কবুল হয় না। বলাবাহুল্য বে-আমল আলিমের জন্য ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী। এমনকি তাকে ইমামতিতে নিয়োগ দান বা ইমাম পদে বহাল রাখাও মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য নিষেধ।

দ্বিতীয় যিম্মাদারী: মসজিদের মুসল্লীদের এবং মসজিদের মকতব-এর বাচ্চাদের কুরআনে কারীম তথা সূরাহ ক্বিরা‘আত সহ দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দান করা।

দীনের করণীয় পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান দান করা। অর্থাৎ তাদের ঈমান-আকায়িদ, ইবাদত-বন্দেগী, মু‘আমালাত বা হালাল রিযিক, মু‘আশারাত বা বান্দার হক ও ইসলামী সামাজিকতা, আত্মশুদ্ধি বা অন্তরের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং এর মাধ্যমে সমস্ত গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করানো এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দান করা। বর্তমানে এর বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। একে তো অনেকে ফাযায়িলের বয়ান করলেও

মাসায়িলের বয়ান করেন না, আবার কেউ মাসায়িলের আলোচনা করলেও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন না। যে কারণে আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে দীন খেদমত চালু থাকা সত্ত্বেও উম্মাতের আযান-ইকামত, উযূ-নামায, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইত্যাদির কোনটিই পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না; বরং প্রত্যেকটির মাঝে কিছু সুন্নাত জারী আছে, আর কতগুলো সুন্নাত ছুটে যাচ্ছে। অথচ কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য সুন্নাতের অনুসরণ জরুরী এবং সুন্নাতের দ্বারাই ফরজ পরিপূর্ণ হয়। মিরাজের রাতে নামায ফরজ হওয়ার পরের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ. কে পাঠিয়ে নামাযের সম্পূর্ণ নকশা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করেছেন, নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন এবং নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামকে রা. তাবেয়ীনদেরকে যে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায শিখিয়েছেন, এর বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ঘুরে ঘুরে নামাযের কাতার দুরুস্ত করতেন, ভুল সংশোধন করতেন, এমনকি একবার রুকু-সিজদার মধ্যে কিছু ত্রুটি করার দরুন

একজন সাহাবীকে তিনি বলেছেন যে, তুমি দ্বিতীয়বার নামায পড়, তোমার নামায হয়নি। তিন বারের পর যখন সেই সাহাবী ভুল সংশোধন করতে পারলেন না, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পুরা নামায শিখালেন। (বুখারী শরীফ/মুসলিম শরীফ)

সাহাবী আবু হুজাইফা রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে,তিনি নামাযে রুকু-সিজদার মধ্যে ভুল করছেন।তখন নামাযান্তে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে,তুমি এভাবে নামায কতদিন যাবত পড়ে আসছ? সে ব্যক্তি বলল, বার বছর যাবত। উক্ত সাহাবী রা. তখন বললেন, এভাবে নামায পড়তে পড়তে যদি তুমি মৃত্যুবরণও কর, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকার উপর তোমার মৃত্যু হবে না। (বুখারী,১:১০৯/হাঃ নং ৭৯১)

এ সামান্য আলোচনা দ্বারা অতি সহজেই বুঝা গেল, আমদের আমলের যে করুণ অবস্থা তা দূর করতে হবে। এর একমাত্র পথ হলো গুরুত্ব সহকারে সুন্নাতের আলোচনা বেশি বেশি করা এবং প্রত্যেকটি দীনী বিষয় আমলী মশকের মাধ্যমে শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া। যেন এমন না হয় যে, একজন ইমাম ১০/ ১৫ বছর এক

স্থানে ইমামতি করছেন, অথচ এ দীর্ঘ সময়েও তার পেছনের মুসল্লীদের সূরা, ক্বিরা‘আত ও নামাযের রুকু-সিজদা কিছুই সহীহ হয়নি। অথচ তিনি ইমামতি করেই যাচ্ছেন।

তৃতীয় যিম্মাদারী: মহল্লার সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট দীনী ও দুনিয়াবী ফায়দা পৌঁছানোর লক্ষ্যে দাওয়াত ও খেদমতের উদ্দেশ্যে সময় সুযোগ মত তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছাতে চেষ্টা করা।একজন ইমাম সাহেব ইচ্ছা করলে এবং বছরের সাড়ে তিনশত বাড়ীতে পৌঁছতে পারেন।এর জন্য ইমাম সাহেবের নিকট সম্পূর্ণ মহল্লার লোকদের একটা তালিকা থাকা উচিত। উক্ত তালিকা অনুযায়ী যারা মসজিদে আসেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের সহকর্মী বানিয়ে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে যার সাথে যার পরিচয় ও উঠাবসা আছে, তাদের রাহবার বানিয়ে তার সহযোগিতায় সেসব লোকের বাড়ীতে পৌঁছা, যারা এখনো মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। অতঃপর তাদের কাছে দীনের গুরুত্ব তুলে ধরা তাদের পরিবারের মহিলাদেরকেও দীনী দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদেরকেও

সহীহ ঈমান ও আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সাথে সাথে মহল্লার গরীব লোকদের খোঁজ-খবর নেয়া, বিপদে-আপদে, তাদের পাশে দাঁড়ানো। বিপদগ্রস্ত লোকদের ব্যাপারে সামর্থবান মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দুঃস্থ-মানবতার সেবা করা নবী ﷺ-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।এ সুন্নাতকে যিন্দা করার দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত, অমুসলিমের মদদপুষ্ট এন.জি.ওদের কার্যক্রমের বাস্তব সম্মত মুকাবিলা করা সম্ভব।আল্লাহ না করুন! এসব এন.জি.ও যদি এভাবে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে তারা অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা জেনারেশন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যারা নামকা ওয়াস্তে মুসলিম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ক্ষতি সাধনে প্রথম কাতারের শত্রুর ভূমিকা পালন করবে। দীনে ইসলাম,উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং এগুলো উচ্ছেদ করতে খড়গহস্ত হবে। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এদেশের মুসলমানদের ঈমান, আমল ও স্বাধীনতার ফল মাতৃভূমি বাংলাদেশেকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দিবে। স্বাধীনতা লাভের ৫০/ ৬০ বছরের মাথায় আবার আমরা গোলামীর জিঞ্জির কাঁধে নিয়ে বে-ইজ্জতির যিন্দেগীতে গ্রেফতার হয়ে পড়বো।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। দীনের খেদমতের ঢালাও সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু নায়েবে রাসূল এবং দীনদার মুসলমানগণ যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের থেকে এ সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। আমাদের অবহেলার দরুন অলসতার দরুন মসজিদের মকতব বন্ধ হয়ে দুশমনদের ফাঁদ কিন্ডার গার্ডেন আবাদ হচ্ছে। সুযোগ থাকতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে হেফাজত করুন।

মাদরাসা পরিচালকদের যিম্মাদারী

বর্তমানে প্রায় দীনী মাদরাসাগুলোই জনগণের সাহায্য সহযোগিতা দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। তারা যেমন মাদরাসা টিকিয়ে রাখার যিম্মাদারী পালন করছে, তদ্রূপ মাদরাসা পরিচালক বৃন্দেরও যিম্মাদারী জনসাধারণের ঈমান আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাছাড়া মাদরাসার পরিচালকগণ জনগণ থেকে টাকা-পয়সা আনার সময়ই তাদের সাথে অঘোষিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যায় যে, আপনাদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছি, আমরা আপনাদেরকে সুযোগ্য মুত্তাকী আলেম উপহার দিব।

সুতরাং উক্ত যিম্মাদারী ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখাও মাদরাসা পরিচালকদের কর্তব্য।

মাদরাসার ছাত্র ভাইয়েরা যাতে নবীর ﷺ সুযোগ্য উত্তরসূরী হয়ে সমাজে দীনী মেহনত করতে পারে তাই তাদেরকেও উক্ত তিন বিষয়ে দাওয়াত তালীম ও তাযকিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। মাঝে মধ্যে ছাত্রদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগে পাঠিয়ে তাদের মাঝে দাওয়াতী মনোভাব গড়ে তোলা। আযান, ইকামত, উযূ, নামায ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকায় আমলী মশকের মাধ্যমে তালীমের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে তাযকিয়ার ব্যাপারেও উৎসাহিত করা, এসব মাদরাসা পরিচালক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছাত্ররা নিজেদের জীবন উস্তাদদের হাতে তুলে দেয়ার পরও যদি তারা তাদেরকে সঠিকভাবে গড়তে অবহেলা করে তাহলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। যেমনিভাবে শুধু নামায পড়িয়ে দেয়াই ইমাম সাহেবের যিম্মাদারী নয়, নামায পড়ানোর সাথে সাথে মুসল্লীদের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তার দায়িত্ব। তদ্রূপ ছাত্রদের শুদ্ধ কিতাব পড়িয়ে দেয়াই মাদরাসা পরিচালকের দায়িত্ব নয়; বরং কিতাব পড়ানোর সাথে

তাদের ঈমান আমলসহ সার্বিক দিক দিয়ে খোঁজ খবর রাখা ও তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলাও তাদের দায়িত্ব। মাদরাসায় দায়িত্বশীলগণ এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে যে সব ছাত্রদের জন্য জনসাধারণ থেকে সাহায্য ভিক্ষা এনে তাদের খানা-পিনা থাকার এন্তেজাম করছে ঐ ছাত্রগণই একদিন তাদের জন্য আস্তিনের সাপ হবে বিপদের কারণ হবে আর আখিরাতের জবাবদিহিতা তো আছেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। আমীন!

নামায ও রোযার চিরস্থায়ী সময়সূচী

নামাযের সময়সূচি জানতে বর্তমানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলো জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদ্রাসার ছাপানো কেলেন্ডারের দেয়া সময়সূচি। তাই এই কেলেন্ডার সংগ্রহ করে অনুসরন করা উচিত।

সমাপ্ত